আমাদের সময়

তারিখ ... 16 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্নে বাংলায় ২৫ নম্বর, ইংরেজিতে ৪৫

প্রাথমিক সমাপনী

ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা অভিভাবকদের পিএসসি নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষাবিদদের

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক ৬৫ শতাংশ এবং গতানুগতিক ৩৫ শতাংশ প্রশ্ন রেখে প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নতুন প্রশ্নকাঠামোতে বাংলা বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্রের ৫, ৬ ও ৭ ক্রমিক প্রশ্নে পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রদত্ত অনুচ্ছেদ/কবিতাংশ থাকবে। এর মধ্যে ৫নং প্রশ্নের উত্তরের মান ৫, ৬নংয়ের মান ৫ এবং ৭নংয়ের তিনটি প্রশ্নের মান ৫ করে পূর্ণমান ১৫।

অন্যদিকে ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নে ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ক্রমিকে মোট ৪৫ নম্বরের উত্তর দিতে হবে পাঠ্যবইবহির্ভূত। তবে প্রশ্নের ধরন পাঠ্যবইয়ের অনুকরণে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের অভিযোগ, পাঠ্যবইবহির্ভূত বাংলায় ২৫ নম্বরের উত্তর শিশুদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে। এতে বেশিরভাগ শিশু এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাবে। ফলে মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্নে ২৫ নম্বর বাদ দিয়ে শিশুরা ৭৫ নম্বরের উত্তর দেবে। এর প্রভাব পড়বে পরীক্ষার ফলে। এছাড়া বাংলা থেকে শিশুদের জন্য ইংরেজি বিষয় আরও জটিল। পাঠ্যবইবহির্ভূত (আনসিন) ইংরেজির ৪৫ নম্বরের উত্তর শিশুরা না দিলে তার পাস নম্বর থাকবে না বলেও আশঙ্কা অভিভাবকদের। গত রোববার ও গতকাল সোমবার রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুল, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাই স্কুলের অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা যায়।

অভিভাবকদের মতে, এ পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলের প্রত্যাশায় কোচিংয়ের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তারপরও এ বছর জটিল প্রশ্নের কারণে ফল বিপর্যয় ঘটবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ আমাদের সময়কে জানান, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাকাডেমি ওয়ার্কশপ করে সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়েই প্রশ্নপত্রের কাঠামো তৈরি করে। বিষয়টি আমার নজরে এখনো আসেনি। আমি অভিভাবকদের উদ্বেগের বিষয়টি দেখব।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব শিক্ষাবিদ একরামুল কবীর আমাদের সময়কে বলেন, শিশুদের প্রশ্ন তো পাঠ্যবই থেকেই হওয়া উচিত। কোমলমতি শিশুদের উপযোগী প্রশ্ন হওয়া দরকার। পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন হলে শিশুদের কাছে বোধগম্য হবে না। শিশুদের ফলেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

এডুকেশন ওয়াচের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সাধারণত ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী অন্যের সাহায্য নিয়ে এ পরীক্ষায় অংশ নেয়। এমনকি শেষের দিকে পরীক্ষার হলে অরাজক পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে কোচিং ও অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য মোটা অর্থ ব্যয় করতে হয় অভিভাবকদের।

এ প্রসঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষাপদ্ধতিতে সংযুক্ত করা এ পাবলিক পরীক্ষা শিশুমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পঞ্চম শ্রেণির একটি শিশুকে এতবড় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করে তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্নে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহসান বলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের পড়াশোনা পদ্ধতি মোটেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, উন্নত বিশ্ব তো বটেই, আমাদের প্রতিবেশী দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেই পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা নেই।

২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ২০১২ সালে সৃজনশীল ১০ শতাংশ প্রশ্ন ছিল। ২০১৩ সালে এটি বেড়ে হয় ২৫ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৩৫ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে ৫০ শতাংশ। চলতি বছর এটি ৬৫ শতাংশ করা হয়েছে। ২০১০ সালে মাদ্রাসায় এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী শুরু হয়। প্রথম সমাপনী পরীক্ষায় ১৮ লাখ শিক্ষার্থী দিয়ে শুরু হয়ে সাত বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ২৯ লাখে।